¯úviwRq‡bi
ck-DËi gjK wk¶v

Pvjm GBP. ¯úviwRqb

Spurgeon’s Catechism

Charles H. Spurgeon

Translated into Bengali & proof-read
By believers in Bangladesh & Singapore
Under the Shalom Christian Media.

স্পারজিয়ন প্রশ্নোত্তর মুলক শিক্ষা

(প্রমাণসহ)

রচনা করেছেন

চার্লস হেডন স্পারজিয়ন

"বিশুদ্ধতার সমর্থকদের অনুসারী"

লেখকের কথা ঃ

আমি অনুপ্রাণিত হয়ে ছিলাম যে, আমাদের সবার পরিবারে একটি ভাল প্রশ্নোত্তর মুলক শিক্ষার ব্যবহার ভুল ভ্রান্তি বৃদ্ধির সময়ের বিরুদ্ধে একটি বড় রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করবে। এই জন্য আমি ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এসেম্বলি এবং ব্যাপটিষ্ট কেটিজম হতে এই ক্ষুদ্র নির্দেশিকা পুস্তক রচনা করেছি আমার নিজ মন্ডলী এবং উপাসকবর্গের ব্যবহারের জন্য। যারা এই পুস্তকটি তাদের শ্রেণী কক্ষ ও পরিবারগুলোতে ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে কঠোর পরিশ্রম করবেন, সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে এগুলো আরো ভালভাবে বুঝা যাবে।

প্রভু আমার প্রিয় বন্ধুগণ ও তাদের পরিবারবর্গকে চিরদিন আশীর্বাদ করুন, এই হল তাদের প্রিয় পালক সি. এইচ. স্পারজিয়নের প্রার্থনা।

"তুমি নিজেকে প্রভুর কাছে পরীক্ষা সিদ্ধ লোক দেখাতে যত্ন কর, একজন কর্মী যার লজ্জা করার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করতে জানে"। (২ তীম. ২ঃ১৫)

ইহা ১৮৫৫ সালের ১৪ই অক্টোবরের কাছাকাছি প্রকাশিত হয় যখন স্পারজিয়নের বয়স ছিল ২১ বছর। অক্টোবরের ১৪ তারিখ স্পারজিয়ন তার ৪৬ নম্বর ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন নিউ পার্ক রোডের একটি ছোট গির্জায় যা শুনতে কয়েক হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। এই ধর্মোপদেশ যখন ছাপা হয়েছিল ইহা এই প্রশ্নোত্তর মুলক শিক্ষার একটি ঘোষণা ধারণ করেছিল। ঐদিন সকালের উদ্ধৃতাংশ ছিল,

"হে প্রভু, পুরুষে পুরুষে তুমিই আমাদের বাসস্থান হয়ে আসতেছ।"

(গীত. ৯০ঃ১)

প্রশ্ন এবং উত্তর (প্রমাণ সহ)

প্রশ্ন ১ ঃ মানুষের প্রধান লক্ষ্য কি ?

উত্তর ঃ মানুষের প্রধান লক্ষ্য প্রভুর গৌরব করা এবং (১ কর. ১০ঃ৩১) প্রভুতে অনন্তকাল আনন্দ করা।

প্রশ্ন ২ ঃ আমরা কিভাবে খোদার গৌরব করব এবং নির্দেশক হিসাবে তিনি আমাদের কি নিয়মাবলী দিয়েছেন ?

উত্তর ঃ প্রভুর বাক্য যা পুরাতন ও নতুন নিয়ম ধারণ করে তা-ই একমাত্র নিয়মাবলী যা আমাদেরকে নির্দেশ করে কিভাবে আমরা প্রভুর গৌরব করব এবং প্রভুতে আনন্দ করব। (ইফি. ২ঃ২০: ২ তীম. ৩ঃ১৬, ১ ইহো. ১ঃ৩)

প্রশ্ন ৩ ঃ কিতাব মুলতঃ কি শিক্ষা দেয়?

উত্তর ঃ কিতাব মুলত ঃ শিক্ষা দেয় প্রভু সম্পর্কে মানুষ কিরূপ বিশ্বাস করবে এবং প্রভু কর্তৃক মানুষের উপর আরোপিত দায়িত্ব সমুহ কি। (২তীম. ১ঃ১৩ উপ.১২ঃ১৩)

প্রশ্ন ৪ ঃ প্রভু কি?

উত্তর ঃ প্রভু হলেন রুহ (ইহো. ৪ঃ২৪), অনন্ত (ইয়োব. ১১ঃ৭), চিরস্থায়ী (গীত. ৯০ঃ২, ১তীম. ১ঃ১৭) এবং অপরিবর্তনীয় (যাকোব.১ঃ১৭) তাঁর অস্তিত্ব আছে (যাত্রা.৩ঃ১৪), জ্ঞান, ক্ষমতা (গীত.১৪৭ঃ৫), পবিত্রতা (প্রকা.৪ঃ৮), ন্যায় বিচারক, মঙ্গলময় এবং সত্য (যাত্রা.৩৪ঃ৬-৭)।

প্রশ্ন ৫ ঃ একজনের বেশি প্রভু আছেন কি ?

উত্তর ঃ শুধু মাত্র একজন আছেন (দ্বিতীয়.৬ঃ৪) যিনি সত্য এবং জীবন্ত খোদা (যিরমিয়.১০ঃ১০)।

প্রশ্ন ৬ ঃ প্রভু পাকে কত জন আছেন ?

উত্তর ঃ প্রভু পাকে তিন জন আছেন, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এই তিন জনে এক খোদা, একই সত্ত্বায়, ক্ষমতা এবং গৌরবে সমান। (১ ইহো. ৫ঃ৭, মথি.২৮ঃ১৯)।

প্রশ্ন ৭ ঃ প্রভুর অনুশাসন গুলো কি ?

উত্তর ঃ প্রভুর অনুশাসনগুলো হলো তাঁর আপন ইচ্ছার মন্ত্রণা অনুযায়ী তাঁর শাশ্বত উদ্দেশ্য, যা দ্বারা তাঁর আপন গৌরবের জন্য (ইফি. ১ঃ১১-২) যা কিছু ঘটবে পুর্বেই স্থির করে রেখেছেন।

প্রশ্ন ৮ ঃ প্রভু কিভাবে তার অনুশাসনগুলো বাস্তবায়ন করেন ?

উত্তর ঃ প্রভু তাঁর অনুশাসনগুলো সৃষ্ট কাজের মাধ্যমে (প্রকা.৪ঃ১১) এবং দুরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করেন (দানিয়েল.৪ঃ৩৫)।

প্রশ্ন ৯ ঃ সৃষ্ট কর্ম কি ?

উত্তর ঃ সৃষ্ট কর্ম হল প্রভুর তৈরী সব কিছু (আদি.১ঃ১) যা কিছু হতে নয়, তাঁর বাক্যের ক্ষমতা দ্বারা (ইব্রীয়.১১ঃ৩) ধারাবাহিক স্বাভাবিক ছয় দিনে (যাত্রা.২০ঃ১১) এবং সব কিছু খুবই উত্তম (আদি.১ঃ৩১)।

প্রশ্ন ১০ ঃ খোদা কিভাবে মানুষ তৈরী করলেন ?

উত্তর ঃ খোদা তাঁর প্রতি মূর্তিতে মানুষকে নর ও নারী রূপে সৃষ্টি করলেন (আদি.১ঃ২৭) বুদ্ধি মত্তায়, সততায় এবং পবিত্রতায় (কল.৩ঃ১০, ইফি.৪ঃ২৪), অন্যান্য প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব দিয়ে (আদি.১ঃ২৮)।

প্রশ্ন ১১ ঃ প্রভুর দুরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধানের কাজগুলো কি ?

উত্তর ঃ খোদার দুরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধানের কাজগুলো সবচেয়ে পবিত্র (গীত,১৪৫ঃ১৭) প্রজ্ঞা সম্পন্ন (যিশাইয়.২৮ঃ২৯) ক্ষমতাপূর্ণ (ইব্রীয়.১ঃ৩) তাঁর সমস্ত সৃষ্টি এবং তাদের কাজ-কর্ম সংরক্ষন ও শাসন করেন (গীত.১০৩ঃ১৯, মথি.১০ঃ২৯)।

প্রশ্ন ১২ ঃ প্রভু যে মর্যাদায় মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে কোন বিশেষ দুরদর্শিতা ও সদয় তত্ত্বাবধান মানুষের উপর প্রয়োগ করেছিলেন ?

উত্তর ঃ যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তাঁর সাথে একটি জীবন চুক্তি সম্পন্ন করলেন, এই শর্তে যে মানুষ প্রভুর সম্পূর্ণ বাধ্য থাকবে (গালা.৩ঃ১২), ভাল ও মন্দ জ্ঞান দায়ক ফল খেতে নিষেধ করলেন, যার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু নিহীত (আদি.২ঃ১৭)।

প্রশ্ন ১৩ ঃ আমাদের প্রথম পিতা-মাতা যে অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছিলেন তারা কি ঐ অবস্থায় থাকতে ছিলেন ?

উত্তর ঃ আমাদের প্রথম পিতা-মাতা তাদের নিজ ইচ্ছার স্বাধীনতায় পরিত্যাক্ত হয়ে ছিল, প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করে যে অবস্থায় তারা সৃষ্ট হয়েছিল তার থেকে পতন ঘটল (উপদেশক.৭ঃ২৯), নিষিদ্ধ ফল খেয়ে (আদি.৩ঃ৬-৮)।

প্রশ্ন ১৪ ঃ পাপ কি ?

উত্তর ঃ আনুগত্যের অভাবই পাপ অথবা প্রভুর আইন ভঙ্গা করাই পাপ (১ইহো.৩ঃ৪)।

প্রশ্ন ঃ ১৫. আদমের প্রথম পাপে সমস্ত মানব জাতি-ই কি পতিত হয়েছিল?

উত্তর ঃ আদমের সাথে যে চুক্তি করা হয়েছিল তা শুধুমাত্র তার নিজের জন্য নয়, কিন্তু তার বংশধরগণের জন্যও। সাধারণ প্রজন্মে সমস্ত মানব জাতি আদম হতে আগত, তার সাথে পাপ করেছে এবং তার প্রথম আইন ভঙ্গোর সময়ে তার সাথে পতিত হয়েছিল (১কর.১৫ঃ২২, রোম.৫ঃ১২)।

প্রশ্ন ১৬ ঃ এই পতন মানব জাতীকে কোন অবস্থায় নিয়ে এসে ছিল ?

উত্তর ঃ এই পতন মানব জাতিকে একটি পাপাবস্থায় ও দুর্দশায় নিয়ে এল (রোম.৫ঃ১৮)।

প্রশ্ন ১৭ ঃ মানুষ যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল ঐপাপ কোথায় সংগঠিত হয়েছিল ?

উত্তর ঃ মানুষের এই অবস্থায় পতনের পাপ আদমের প্রথম পাপের অপরাধে সংগঠিত (রোম.৫ঃ১৯), প্রকৃত সততার অভাবে (রোমীয়.৩ঃ১০) এবং তার সমস্ত চরিত্র দুষনে যাকে সাধারনত ঃ বলা হয় আদি পাপ (ইফি.২ঃ১, গীত.৫১ঃ৫), একই সাথে সমস্ত প্রকৃত পাপ ঐপাপ হতে উদ্ভুত (মথি.১৫ঃ১৯)।

প্রশ্ন ১৮ ঃ মানুষ যে অবস্থায় পতিত হয়ে ছিল ঐখানের দুদর্শা গুলো কি কি?

উত্তর ঃ সমস্ত মানব জাতি তাদের পতনের ফলে প্রভুর সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিল (আদি.৩ঃ৮,২৪), প্রভুর কোপ এবং অভিশাপে পড়ল (ইফি.২ঃ৩, গালা.৩ঃ১০) এবং এই জন্য সমস্ত দুর্দশা এই জীবনের উপর পতিত হল, মৃত্যু এবং অনন্ত কালের জন্য দোযখ যন্ত্রণা (রোম.৬ঃ২৩,মথি.২৫ঃ৪১)।

প্রশ্ন ১৯ ঃ প্রভু কি সমস্ত মানব জাতিকে পাপ ও দুর্দশায় বিনষ্ট হয়ে যাবার জন্য ত্যাগ করলেন ?

উত্তর ঃ প্রভু কিছু লোককে অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত করে অনন্ত কাল ধরে অতিশয় আনন্দিত (২থিষল.২ঃ১৩), পাপ ও দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে প্রভু একটি করুণা চুক্তিতে প্রবেশ করলেন এবং একজন নাজাত দাতার মধ্য দিয়ে নাজাতের ব্যবস্থা করলেন (রোম.৫ঃ২১)।

প্রশ্ন ২০ ঃ প্রভুর মনোনীতদের নাজাত দাতা কে ?

উত্তর ঃ খোদাবন্দ ঈসা মসীহ খোদার মনোনীতদের একমাত্র নাজাতদাতা (১তীম.২ঃ৫)। যিনি খোদার অনন্ত পুত্র হয়েও মানুষ হলেন (ইহো.১ঃ১৪) এবং তাই প্রভু ও মানুষ দু'টি ভিন্ন চরিত্রে একজন মানুষ অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকলেন (১তীম.৩ঃ১৬; কল.২ঃ৯)।

প্রশ্ন ২১ ঃ মসীহ কিভাবে খোদার পুত্র হয়েও মানুষ হলেন ?

উত্তর ঃ মসীহ খোদার পুত্র হয়েও একটি বাস্তব শরীর অবলম্বন করে মানুষ হলেন (ইব্রীয়.২ঃ১৪) এবং একটি সাদৃশ্যপূর্ণ আত্মা নিয়ে (মথি.২৬ঃ৩৮, ইব্রীয়.৪ঃ১৫) পবিত্র আত্মার শক্তিতে কুমারী মরিয়মের গর্ভে ধারিত

হয়েছিলেন, তার থেকে জন্ম গ্রহন (লূক.১ঃ৩১,৩৫,) তবু পাপ বিহীন (ইব্রীয়.৭ঃ২৬)।

প্রশ্ন ২২ ঃ আমাদের নাজাত দাতা হিসাবে মসীহ কি দায়িত্ব সম্পাদন করেন?

উত্তর ঃ মসীহ নাজাত দাতা হিসাবে একজন নবীর দায়িত্ব পালন করেন (প্রেরিত.৩ঃ২২), একজন যাজকের দায়িত্ব (ইব্রীয়.৫ঃ৬) এবং একজন রাজার দায়িত্ব পালন করেন (গীত.২ঃ৬), তাঁর অবনত ও মহিমান্বিত উভয় অবস্থায়ই।

প্রশ্ন ২৩ ঃ মসীহ কিভাবে নবীর দায়িত্ব সম্পাদন করেন?

উত্তর ঃ মসীহ নবীর দায়িত্ব পালন করেন (ইহো.১ঃ১৮) আমাদের নাজাতের জন্য প্রভুর ইচ্ছা তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে (ইহো.২০ঃ৩১) এবং পবিত্র আত্মা (ইহো.১৪ঃ২৬) আমাদের কাছে প্রচার করে।

প্রশ্ন ২৪ ঃ মসীহ কিভাবে যাজকের দায়িত্ব সম্পাদন করেন ?

উত্তর ঃ স্বর্গীয় ন্যায় বিচারকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে একেবারে উৎসর্গ করে (ইব্রীয়.৯ঃ২৮) এবং প্রভুর সাথে আমাদের পুণঃ সম্পর্ক স্থাপন করে (ইব্রীয়.২ঃ১৭) এবং আমাদের জন্য অবিরাম মধ্যস্থতা করে (ইব্রীয়.৭ঃ২৫) মসীহ যাজকের দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

প্রশ্ন ২৫ ঃ মসীহ কিভাবে রাজার দায়িত্ব সম্পাদন করেন ?

উত্তর ঃ মসীহ আমাদেরকে তাঁর অধীনে এনে, (গীত.১১০ঃ৩) আমাদেরকে শাসন ও রক্ষা করে (মথি.২ঃ৬, ১কর.১৫ঃ২৫) এবং তাঁর ও আমাদের শত্রুদের দমন ও জয় করে তিনি রাজার দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

প্রশ্ন ২৬ ঃ মসীহের অবনতি কোথায় নিহীত ?

উত্তর ঃ মসীহের অবনতি নিহীত তাঁর জন্মে, এবং ঐ রকম হীন অবস্থায় (লূক.২ঃ৭) আইনের অধীন করা হলে (গালা.৪ঃ৪), দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত তাঁর জীবনে (যিশাইয়া.৫৩ঃ৩), প্রভুর কোপ (মথি.২৭ঃ৪৬) এবং ক্রুসে অভিশপ্ত মৃত্যু, কবরস্থ করা হলে, এবং কিছু সময়ের জন্য মৃত্যু শক্তির অধীন চলতে থাকলে (মথি.২৭ঃ৫৭-৬০)।

প্রশ্ন ঃ ২৭. মসীহের গৌরব কোথায় নিহীত ?

উত্তর ঃ মসীহের গৌরব নিহীত তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে তাঁর জেগে উঠার মাঝে (১কর.১৫ঃ৪), স্বর্গে আরোহনের মাঝে এবং পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে আসন গ্রহনে (মার্ক.১৬ঃ১৯) এবং শেষ দিবসে পৃথিবীকে বিচার করতে আসার মাঝে (প্রেরিত.১৭ঃ৩১)।

প্রশ্ন ২৮ ঃ আমাদেরকে কিভাবে মসীহ কর্তৃক ক্রয়কৃত নাজাতের অংশীদার বানানো হল ?

উত্তর ঃ আমাদের প্রতি তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে (তীত.৩ঃ৫-৬) মসীহ কর্তৃক ক্রয়কৃত নাজাতের ফলপ্রসূ প্রয়োগের মাধ্যমে (ইহো.১ঃ১২) আমাদেরকে অংশীদার বানানো হল।

প্রশ্ন ২৯ ঃ মসীহ কর্তৃক ক্রয়কৃত নাজাত পবিত্র আত্মা কিভাবে আমাদের প্রতি প্রয়োগ করেন ?

উত্তর ঃ মসীহ কর্তৃক ক্রয়কৃত নাজাত পবিত্র আত্মা আমাদের মাঝে প্রয়োগ করেন আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের কাজ করে (ইফি.২ঃ৮) এবং ইহা দ্বারা মসীহের সাথে আমাদেরকে একত্রিত করেন আমাদেরকে ফলপ্রসূ আহ্বানের মাধ্যমে (ইফি.৩ঃ১৭)।

প্রশ্ন ৩০ ঃ ফলপ্রসূ আহ্বান কি ?

উত্তর ঃ ফলপ্রসূ আহ্বান হলো প্রভুর আত্মার কাজ (২তীম.১ঃ৯) যা দ্বারা আমাদেরকে আমাদের পাপ ও করুণ পরিনতি উপলব্ধি করানো হয় (প্রেরিত.২ঃ৩৭), মসীহের জ্ঞানে আমাদের অন্তর আলোকিত করে (প্রেরিত.২৬ঃ১৮) এবং আমাদের ইচ্ছাকে নবায়ন করে (যিহিস্কেল.৩৬ঃ২৬), তিনি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ এবং সক্ষম করেন সুসমাচারে আমাদের কাছে প্রস্তাবিত মসীহকে বিনামূল্যে আলিঙ্গান করার জন্য (ইহো.৬ঃ৪৪-৪৫)।

প্রশ্ন ৩১ ঃ যাদেরকে ফলপ্রসূ আহ্বান করা হয়, তারা এই জীবনে কি উপকার পায় ?

উত্তর ঃ যাদেরকে ফলপ্রসূ আহ্বান করা হয়, তারা এই জীবনে প্রাপ্ত হয় ধার্মিকতা (রোম.৮ঃ৩০), দত্তক পুত্রের অধিকার (ইফি.১ঃ৫), পাপমুক্তি এবং আরও অনেক উপকার যা এই তিন হতে আসে বা তাঁর সঙ্গে থাকে।

প্রশ্ন ৩২ ঃ ধার্মিক গণ্যতা কি ?

উত্তর ঃ ধার্মিক গন্যতা হলো খোদার একটি বিনামুল্যে করুণাপূর্ণ কাজ যেখানে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন (রোম.৩ঃ২৪, ইফি.১ঃ৭) এবং আমাদেরকে তাঁর দৃষ্টিতে সৎ বলে গ্রহণ করেন (২কর.৫ঃ২১), একমাত্র মসীহের সাধুতা আমাদের উপর আরোপিত বলে (রোম.৫ঃ১৯) এবং শুধু মাত্র বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্ত (গালা.২ঃ১৬; ফিলি.৩ঃ৯)।

প্রশ্ন ৩৩ ঃ দত্তকতা কি ?

উত্তর ঃ দত্তকতা হলো খোদার একটি বিনামুল্যে করুণাপূর্ণ কাজ (১ইহো.৩ঃ১) যা দ্বারা আমাদেরকে একটি সংখ্যায় অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং খোদার পুত্রের সমস্ত সুবিধা সমুহ ভোগ করার অধিকার আছে (ইহো.১ঃ১২, রোম.৮ঃ১)।

প্রশ্ন ৩৪ ঃ বিশুদ্ধকরন কি ?

উত্তর ঃ বিশুদ্ধকরন হলো খোদার আত্মার সব সময়ের কাজ (২থিষল.২ঃ১৩) যা দ্বারা আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্ব খোদার প্রতিকৃতিতে নবায়ন হয় (ইফি.৪ঃ২৪) এবং আমাদেরকে অধিকতর সক্ষম করা হয়, পাপের নিকট মরতে এবং সাধুতায় বেঁচে থাকতে (রোম.৬ঃ১১)।

প্রশ্ন ৩৫ ঃ এই জীবনে কি কি উপকারিতা, ন্যায়-পরায়নতা, দত্তকতা ও বিশুদ্ধতার সঙ্গো আসে বা হতে প্রবাহিত হয়?

উত্তর ঃ যে সমস্ত উপকারিতা, ন্যায়-পরায়নতা হতে এই জীবন প্রবাহিত হয় বা সঙ্গো আসে সেগুলো হলো (রোম.৫ঃ১-২৫) খোদার ভালবাসার নিশ্চয়তা, বিবেকের শান্তি, পবিত্র আত্মায় আনন্দ (রোম.১৪ঃ১৭),

অনুগ্রহের বৃদ্ধি, শেষ পর্যন্ত ইহাতে অধ্যবসায় (হিত. ৪ঃ১৮, ১ইহো.৫ঃ১৩, ১পিতর.১ঃ৫)।

প্রশ্ন ৩৬ ঃ বিশ্বাসীগণ তাদের মৃত্যুতে মসীহ হতে কি সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন ?

উত্তর ঃ বিশ্বাসীগণের মৃত্যুতে তাদের আত্মা পবিত্রতায় পূর্ণাঙ্গা করা হয় (ইব্রীয়.১২ঃ২৩) এবং তখনই গৌরবে পরিণত হয় (ফিলি.১ঃ২৩,২কর.৫ঃ৮; লূক.২৩ঃ৪৩) এবং তাদের দেহ তখনও মসীহতে যুক্ত থাকে (১থিষল.৪ঃ১৪), তাদের দেহ কবরে বিশ্রাম নেয় (যিশাইয়.৫৭ঃ২) পুনরুত্থান পর্যন্ত (ইয়োব.১৯ঃ২৬)।

প্রশ্ন ৩৭ ঃ পুনরুত্থানে বিশ্বাসীগণ মসীহ হতে কি কি সুবিধা গ্রহন করবে ?

উত্তর ঃ পুনরুত্থানে বিশ্বাসীগণকে স্বগৌরবে উঠানো হবে (১কর.১৫ঃ৪৩), বিচার দিবসে প্রকাশ্যে ঘোষনা করা হবে এবং বেকসুর খালাস দেওয়া হবে (মথি.১০ঃ৩২) এবং আত্মা ও দেহ পূর্ণাঙ্গাভাবে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে অনন্ত কাল প্রভুর সান্নিধ্য উপভোগ করার জন্য (১ইহো.৩ঃ২, ১থিষল.৪ঃ১৭)।

প্রশ্ন ৩৮ ঃ দুষ্টদের মৃত্যুতে তাদের প্রতি কি করা হবে ?

উত্তর ঃ দুষ্টদের মৃত্যুতে তাদের আত্মা নরক যন্ত্রনায় নিক্ষেপ করা হবে (লূক.১৬ঃ২২-২৪), এবং তাদের দেহ তাদের কবরে শয়ন করবে পুণরুত্থান (গীত.৪৯ঃ১৪) এবং মহান দিবসের বিচার পর্যন্ত।

প্রশ্ন ৩৯ ঃ বিচার দিবসে দুষ্টদের প্রতি কি করা হবে ?

উত্তর ঃ বিচার দিবসে দুষ্টদের দেহ তাদের কবর থেকে উঠানো হবে, তাদের আত্নার সাথে দন্ড প্রাপ্ত হবে, অবর্ণনীয় যন্ত্রনা ভোগ করবে, শয়তান ও তার ফেরেশতাদের সাথে (দানিয়েল.১২ঃ২, ইহো.৫ঃ২৮-২৯, ২থিষল. ১ঃ৯, মথি.২৫ঃ৪১)।

প্রশ্ন ৪০ ঃ খোদার প্রতি মানুষের বাধ্যতার জন্য তিনি তার নিকট কি ব্যক্ত করলেন ?

উত্তর ঃ মানুষের বাধ্যতার জন্য সর্ব প্রথম খোদা যে নিয়ম মানুষের নিকট প্রকাশ করলেন, তা হলো নৈতিক আইন (দ্বিতীয় বিবরণ.১০ঃ৪;মথি. ১৯ঃ১৭) যা দশ আজ্ঞায় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত।

প্রশ্ন ৪১ ঃ দশ আজ্ঞার সার সংক্ষেপ কি ?

উত্তর ঃ দশ আজ্ঞার সারসংক্ষেপ হলো, আমাদের প্রভু যিনি আমাদের খোদা তাকে ভালবাসতে হবে আমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত আত্না, সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত মন দিয়ে এবং প্রতিবেশিকে ভালবাসতে হবে আমাদের নিজের মত (মথি.২২ঃ৩৭-৪০)।

প্রশ্ন ৪২ ঃ প্রথম আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ প্রথম আজ্ঞা হলো, "আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য কোন দেবতা না থাকুক"।

প্রশ্ন ৪৩ ঃ প্রথম আজ্ঞায় কি কি আদেশ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ প্রথম আজ্ঞায় আদেশ করা হয়েছে আমরা যেন খোদাকে জানি (১বংশা বলি. ২৮ঃ৯) ও স্বীকার করি একমাত্র সত্য খোদা এবং আমাদের প্রভু বলে (দ্বিতীয় বিবরন.২৬ঃ১৭) এবং তদনুসারে তাঁর ইবাদত ও গৌরব করি (মথি.৪ঃ১০)।

প্রশ্ন ৪৪ ঃ দ্বিতীয় আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় আজ্ঞা হলো, "তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মান করিও না, উপরিস্থিত স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা আছে, তাদের কোন প্রতিমা নির্মান করিও না, তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না এবং তাহাদের সেবা করিও না, কেননা তোমার ঈশ্বর, সধাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষনে উদ্‌যোগী ঈশ্বর, আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানাদিগর উপরে বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয়, চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্ত্তাই, কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে আমি তাহাদের সহস্র (পুরুষ) পর্যন্ত দয়া করি" (যাত্রা.২০ঃ৪-৬)।

প্রশ্ন ৪৫ ঃ দ্বিতীয় আজ্ঞায় কি আদেশ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় আজ্ঞায় আদেশ করে গ্রহণ করতে, পর্যবেক্ষন করতে (দ্বিতীয়.৩২ঃ৪৬, মথি.২৮ঃ২০) এবং বিশুদ্ধ রাখতে সমস্ত প্রকার ধর্মীয় ইবাদত এবং আনুষ্ঠানিকতা যা প্রভু তাঁর বাক্যে বিধান করেছেন (দ্বিতীয় বিবরন.১২ঃ৩২)।

প্রশ্ন ৪৬ ঃ দ্বিতীয় আজ্ঞায় কি নিষেধ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় আজ্ঞা নিষেধ করে প্রতিমার মাধ্যমে প্রভুর ইবাদত করতে (দ্বিতীয় বিবরণ.৪ঃ১৫-১৬) অথবা অন্য কোন পন্থায় যা বাক্যের বিধান সম্মত নহে (কল.২ঃ১৮)।

প্রশ্ন ৪৭ ঃ তৃতীয় আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ তৃতীয় আজ্ঞা হলো, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদা প্রভু তাহাকে নির্দোষ করিবেন না" (যাত্রা.২০ঃ৭)।

প্রশ্ন ৪৮ ঃ তৃতীয় আজ্ঞায় কি আদেশ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ তৃতীয় আজ্ঞায় আদেশ করা হয়েছে প্রভুর নাম সমূহের (গীত.২৯ঃ২) উপাধির,গুণের, (প্রকা.১৫ঃ৩-৪) ধর্মানুষ্ঠানের, (উপদেশক.৫ঃ১) বাক্যের, (গীত.১৩৮ঃ২) এবং কর্মের (ইয়োব.৩৫ঃ১৪; দ্বিতীয়.২৮ঃ৫৮-৫৯) পবিত্র এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতে।

প্রশ্ন ৪৯ ঃ চতুর্থ আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ চতুর্থ আজ্ঞা হল, "তুমি বিশ্রাম দিন স্মরন করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য করিও, কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদা প্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রাম দিন, সে দিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য করিও না, কেননা সদা প্রভু আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মান করিয়া

সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন, এই জন্য সদা প্রভু বিশ্রাম দিনকে আশীর্বাদ করিলেন ও পবিত্র করিলেন" (যাত্রা.২০ঃ৮-১১)।

প্রশ্ন ৫০ ঃ চতুর্থ আজ্ঞায় কি আদেশ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ চতুর্থ আজ্ঞা আদেশ করে ঐ নির্দিষ্ট সময় প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র রাখতে যা তিনি তাঁর বাক্যে বিধান করে দিয়েছেন, স্পষ্ট সাত দিনে পূর্ণ একদিন হবে তাঁর উদ্দেশ্যে পবিত্র বিশ্রাম বার (লেবীয়.১৯ঃ৩০; দ্বিতীয় বিবরন.৫ঃ১২)।

প্রশ্ন ৫১ ঃ বিশ্রাম বারকে কিভাবে বিশুদ্ধ রাখতে হবে ?

উত্তর ঃ বিশ্রামবারকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে ঐ দিন সমস্ত দিন পবিত্র বিশ্রামের মাধ্যমে এমন কি জাগতিক কাজ এবং আমোদ-প্রমোদ যা অন্যান্য দিনে করা বিধি সম্মত তা থেকেও বিরত থাকতে হবে, (লেবীয়.২৩ঃ৩) এবং পূর্ণ সময় সর্ব সাধারনের সাথে এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রভুর ইবাদত চর্চায় ব্যয় করতে হবে (গীত. ৯২ঃ১-২; যিশাইয়া. ৮ঃ১৩-১৪) কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক ও করুণাপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম (মথি.১২ঃ১১-১২)।

প্রশ্ন ৫২ ঃ পঞ্চম আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ পঞ্চম আজ্ঞা হল, "তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়" (যাত্রা.২০ঃ১২)।

প্রশ্ন ৫৩ ঃ পঞ্চম আজ্ঞায় কি আদেশ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ পঞ্চম আজ্ঞায় আদেশ করে সম্মান সংরক্ষন করতে এবং গুরু জনের প্রতি(ইফি.৫ঃ২১-২২;ইফি.৬ঃ১,৫;রোম.১৩ঃ১)ছোটদের প্রতি(ইফি.৬ঃ৯) এবং সমসাময়িকদের প্রতি (রোম.১২ঃ১০) প্রত্যেকের উপর অর্পিত দায়িত্ব সমূহ পালন করতে তাদের বিভিন্ন অবস্থান এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন ৫৪ ঃ কোন কারণ পঞ্চম আজ্ঞায় সংযোজিত হয়েছে ?

উত্তর ঃ যে কারণ পঞ্চম আজ্ঞায় সংযোজিত রয়েছে তা হল দীর্ঘ জীবন এবং সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি ইহা প্রভুর গৌরব ও তাদের সবার জন্য মঙ্গল আনয়ন করে যারা এই আজ্ঞা পালন করে। (ইফি.৬ঃ২-৩)

প্রশ্ন ৫৫ ঃ ষষ্ঠ আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ ষষ্ঠ আজ্ঞা হল, "নর হত্যা করিও না"

প্রশ্ন ৫৬ ঃ ষষ্ঠ আজ্ঞায় কি নিষেধ করা হয়েছে ?

উত্তরঃ ষষ্ঠ আজ্ঞায় নিষেধ করা হয়েছে আত্মা হত্যা করতে (প্রেরিত.১৬ঃ২৮) এবং অন্যায়ভাবে অথবা যে কোন উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতিবর্শির জীবন ছিনিয়ে নিতে (আদি.৯ঃ৬; হিতোপদেশ.২৪ঃ১১,১২)।

প্রশ্ন ৫৭ ঃ সপ্তম আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ সপ্তম আজ্ঞা হলো, "ব্যভিচার করিও না"।

প্রশ্ন ৫৮ ঃ সপ্তম আজ্ঞায় কি নিষেধ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ সমস্ত প্রকার অসৎ চিন্তা, (মথি.৫ঃ২৮;কল.৪ঃ৬) কথাবার্তা (ইফি. ৫ঃ৪), (২তীম.২ঃ২২) এবং কর্ম (ইফি.৫ঃ৩)।

প্রশ্ন ৫৯ ঃ অষ্টম আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ অষ্টম আজ্ঞা হল, "চুরি করিও না"

প্রশ্ন ৬০ ঃ অষ্টম আজ্ঞায় কি নিষেধ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ অষ্টম আজ্ঞায় নিষেধ করা হয়েছে, অন্যায়ভাবে অথবা অন্য কোন ভাবে আমাদের নিজেদের (১তীম.৫ঃ৮,হিতো.২৮ঃ১৯,হিতো.২১ঃ৬) অথবা প্রতিবেশির অথবা বহিঃবিশ্বের (ইফি.৪ঃ২৮) সম্পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করতে।

প্রশ্ন ৬১ ঃ নবম আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ নবম আজ্ঞা হল, "তোমার প্রতিবেশির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না"।

প্রশ্ন ৬২ ঃ নবম আজ্ঞায় কি আদেশ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ নবম আজ্ঞায় আদেশ করা হয়েছে, মানুষে মানুষে (সখরিয়.৮ঃ১৬), আমাদের নিজেদের মধ্যে (১পিতর.৩ঃ১৬, প্রেরিত.২৫ঃ১০), প্রতিবেশির সুনামের ক্ষেত্রে এবং (৩ইহো.১ঃ১২) বিশেষ করে সাক্ষ্য বহনের ক্ষেত্রে (হিতো.১৪ঃ৫,২৫) সত্যতা বজায় রাখতে এবং উন্নতি বর্ধন করতে।

প্রশ্ন ৬৩ ঃ দশম আজ্ঞা কি ?

উত্তর ঃ দশম আজ্ঞা হলো, "তোমার প্রতিবেশীর গৃহে লোভ করিও না, প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিংবা তাহার দাসে কি দাসীতে , কিংবা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না" (যাত্রা.২০ঃ১৭)।

প্রশ্ন ৬৪ ঃ দশম আজ্ঞায় কি নিষেধ করা হয়েছে ?

উত্তর ঃ দশম আজ্ঞায় পরিহার করতে বলা হয়েছে, আমাদের নিজ সম্পদের প্রতি সমস্ত প্রকার অসন্তুষ্টি (১কর.১০ঃ১০), আমাদের প্রতিবেশির সম্পদের প্রতি ঈর্ষা এবং পাবার চেষ্টা (গালা.৫ঃ২৬) এবং তার কোন জিনিসের প্রতি সমস্ত প্রকার অবাধ প্রবণতা এবং আসক্তি (কল.৩ঃ৫)।

প্রশ্ন ৬৫ ঃ কোন মানুষ কি খোদার আজ্ঞা সকল পুর্ণঞ্জা রূপে পালনে সক্ষম ?

উত্তরঃ বস্তুত পতনের পর কোন মানুষ-ই খোদার আজ্ঞা সকল পুর্ণাঞ্জারূপে পালনে সক্ষম হয়নি (উপদেশক.৭ঃ২০) বরং প্রতিনিয়ত চিন্তায় (আদি.৮ঃ২১), কথাবার্তায় (যাকোব.৩ঃ৮) এবং কর্মে (যাকোব.৩ঃ২) লঙ্ঘান করে থাকে।

প্রশ্ন ৬৬ ঃ সকল বিধি ভঙ্গা কি সমান মারাত্নক ?

উত্তর ঃ কিছু কিছু পাপ এমনিতেই এবং বিভিন্ন কারণে প্রকোপ বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য পাপের চেয়ে খোদার দৃষ্টিতে অধিক মারাত্নক (ইহো.১৯ঃ১১, ১ইহো.৫ঃ১৫)।

প্রশ্ন ৬৭ ঃ প্রত্যেক পাপের প্রাপ্য কি ?

উত্তর ঃ প্রত্যেক পাপ প্রভুর ক্রোধ এবং অভিশাপ প্রাপ্ত হয়, উভয় জীবনে বর্তমান এবং যা আসন্ন (ইফি.৫ঃ৬;গীত.১১ঃ৬)।

প্রশ্ন ৬৮ ঃ আমাদের পাপের জন্য প্রাপ্য খোদার ক্রোধ এবং অভিশাপ থেকে কিভাবে আমরা অব্যাহতি পেতে পারি ?

উত্তর ঃ আমাদের পাপের জন্য প্রাপ্য খোদার ক্রোধ এবং অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে আমাদেরকে অবশ্যই প্রভু মসীহতে বিশ্বাস করতে হবে (ইহো. ৩ঃ১৬), বিশ্বাস করতে হবে শুধু তাঁর রক্ত এবং ধার্মিকতায়। এই বিশ্বাস উপস্থিত হয় অতীতের পাপের অনুশোচনার মধ্য দিয়ে (প্রেরিত.২০ঃ২১) এবং তা ভবিষ্যতে পবিত্রতায় পরিচালিত করে।

প্রশ্ন ৬৯ ঃ মসীহতে বিশ্বাস কি ?

উত্তর ঃ মসীহতে বিশ্বাস হল একটি রক্ষাকারী করুণা (ইব্রীয়.১০ঃ৩৯) যা দ্বারা আমরা গ্রহন করি (ইহো.১ঃ১২) এবং শুধু তার উপরই নির্ভর করি নাজাতের জন্য (ফিলি.৩ঃ৯), যেহেতু কিতাবে তাঁকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (যিশাইয়.৩৩ঃ২২)।

প্রশ্ন ৭০ ঃ জীবনের প্রতি পাপের অনুশোচনা কি ?

উত্তরঃজীবনের প্রতি পাপের অনুশোচনা রক্ষাকারী করুণা (প্রেরিত.১১ঃ১৮) যা দ্বারা একজন পাপী সত্যিকার অর্থে তার পাপ থেকে মুক্ত হয় (প্রেরিত.২ঃ৩৭) এবং মসীহের মাধ্যমে প্রভুর ক্ষমাশীলতার উপলব্ধি হয় (যোয়েল.২ঃ১৩) দুঃখের সহিত এবং তার পাপের প্রতি ঘৃণা ভরে পাপ হতে প্রভুর দিকে মুখ ফিরায় (যিরমিয়.৩১ঃ১৮,১৯) সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যে থাকে নতুন আনুগত্যে সংগ্রাম করার।

প্রশ্ন ৭১ ঃ বাহ্যিক পন্থাগুলো কি যা দ্বারা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে মুক্তির সুবিধা সমুহ প্রদান করেন ?

উত্তর ঃ বাহ্যিক এবং সাধারন পন্থা যা দ্বারা পবিত্র আত্মা মসীহের মুক্তির সুবিধা আমাদেরকে প্রদান করেন সেগুলো হল, 'বাক্য' যা দ্বারা আত্মা আত্মীক জীবন প্রাপ্ত হয়, বাপ্তিস্ম, প্রভূর ভোজ, প্রার্থনা এবং ধ্যান এসব দ্বারা বিশ্বাসীদের সবচেয়ে পবিত্রতম বিশ্বাসের অধিকতর উন্নতি সাধন করা হয় (প্রেরিত.২ঃ৪১-৪২), (যাকোব.১ঃ১৮)।

প্রশ্ন ৭২ ঃ বাক্য কিভাবে নাজাতের ক্ষেত্রে ফলবান করা হয় ?

উত্তর ঃ প্রভুর আত্মা অধ্যয়নে প্রবর্তন করে, বিশেষ করে বাক্যের প্রচার ফলপ্রসূ পন্থা যা দ্বারা পাপীদের মধ্যে প্রত্যয় জন্মে এবং পরিবর্তন সাধিত হয় (গীত.১৯ঃ৭) তাদেরকে পবিত্রতায় ও সান্ত্বনায় গড়ে তুলে (১থিষল.১ঃ৬) বিশ্বাসের মাধ্যমে নাজাত দিয়ে (রোমীয়.১ঃ১৬)।

প্রশ্ন ৭৩ ঃ বাক্য কিভাবে অধ্যায়ন ও শ্রবণ করতে হবে যাতে ইহা নাজাতের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হতে পারে?

উত্তরঃ বাক্য যাতে নাজাতের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় এইজন্য অবশ্যই আমাদেরকে ইহাতে মনোনীবেশ করতে হবে অধ্যবসায়ের সহিত (হিতো.৮ঃ৩৪) প্রস্তুতিসহ (১পিতর.২ঃ১-২) এবং প্রার্থনার সহিত (গীত.১১৯ঃ১৮), বিশ্বাসের সহিত গ্রহন করতে হবে (ইব্রীয়.৪ঃ২) এবং ভালবাসার সহিত (২থিষল.২ঃ১০) অন্তরে স্থাপন (গীত.১১৯ঃ১১) এবং জীবনে প্রয়োগ করতে হবে (যাকোব.১ঃ২৫)।

প্রশ্ন ৭৪ ঃ কিভাবে বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজ আত্মীকভাবে সহায়ক হয় ?

উত্তর ঃ বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজ আত্মীকভাবে সহায়ক যে বা যারা এগুলো পরিচালনা করে তাদের কোন বিশেষত্বের জন্য নয় (১কর.৩ঃ৭, ১পিতর.৩ঃ২১) কিন্তু কেবল মসীহের আশীর্বাদে (১কর.৩ঃ৬) এবং তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজে যারা এগুলো বিশ্বাসের সহিত গ্রহন করে (১কর.১২ঃ১৩)।

প্রশ্ন ৭৫ ঃ বাপ্তিস্ম কি ?

উত্তর ঃ বাপ্তিস্ম হলো নতুন নিয়মের একটি ধর্মানুষ্ঠান যা মসীহ কর্তৃক প্রবর্তিত হয় (মথি.২৮ঃ১৯)। যাকে বাপ্তিস্ম দেয়া হয় সেই লোক মসীহের সহিত মৃত্যুতে, সমাধিতে এবং পুনরুত্থানে সহভাগিতার চিহ্ন স্বরূপ (রোম.৬ঃ৩;কল.২ঃ১২) এবং মসীহের সত্ত্বা তার মধ্যে স্থাপিত হয় (গালা.৩ঃ২৭), পাপের ক্ষমা হয় (মার্ক.১ঃ৪;প্রেরিত.২২ঃ১৬) এবং সে নিজেকে মসীহের মাধ্যমে প্রভুর নিকট তুলে দেয় নতুনত্বে জীবনে বেঁচে থাকতে এবং চলতে (রোম.৬ঃ৪-৫)।

প্রশ্ন ৭৬ ঃ কাকে বাপ্তিস্ম দেওয়া যাবে ?

উত্তরঃ তাদের সবাইকে বাপ্তিস্ম দেয়া যাবে যারা প্রকাশ্যে এবং সত্যিকারভাবে প্রভুর নিকট পাপের জন্য অনুশোচনা করে (প্রেরিত.২ঃ৩৮; মথি.৩ঃ৬; মার্ক.১৬ঃ১৬; প্রেরিত.৮ঃ১২,৩৬-৩৭; প্রেরিত.১০ঃ৪৭-৪৮) এবং একমাত্র মসীহের উপর বিশ্বাস করতে হবে এবং অন্য কারো উপর নয়।

প্রশ্ন ৭৭ ঃ বিশ্বাসীদের শিশুদেরকে বাপ্তিস্ম দেওয়া যাবে কি ?
উত্তর ঃ বিশ্বাসীদের শিশুদেরকে বাপ্তিস্ম দেওয়া যাবে না, কারণ তাদের বাপ্তিস্মের ব্যাপারে কিতাবে কোন আদেশ বা উদাহরন নেই (যাত্রা.২৩ঃ১৩, হিতো.৩০ঃ৬)।

প্রশ্ন ৭৮ ঃ বাপ্তিস্ম কিভাবে সঠিকরূপে পরিচালনা করতে হবে ?
উত্তর ঃ সঠিকভাবে বাপ্তিস্ম পরিচালনা হলো, লোকটির সম্পূর্ণ শরীর পানিতে নিমজ্জিত করে বা ডুবিয়ে মসীহের প্রবর্তন এবং প্রেরিতদের প্রয়োগ অনুসারে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দেয়া (মথি.২৮ঃ১৯-২০) এবং মানুষের সংস্কৃতি অনুসারে পানি ছিটিয়ে কিংবা ঢেলে অথবা শরীরের কিছু অংশ পানিতে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম দেয়া যাবে না (ইহো.৪ঃ১-২;প্রেরিত.৮ঃ৩৭-৩৯)।

প্রশ্ন ৭৯ ঃ এই ভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীদের দায়িত্ব কি ?
উত্তর ঃ এই রকম সঠিকভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীদের দায়িত্ব হলো মসীহের কিছু নির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত মন্ডলীর নিকট নিজেকে তোলে দেয়া (প্রেরিত.২ঃ৪৭, ৯ঃ২৬, ১পিতর.২ঃ৫)। যাতে তারা প্রভুর দেয়া সমস্ত আদেশ এবং ধর্মানুষ্ঠান ত্রুটিহীনভাবে পালন করতে পারে (লূক.১ঃ৬)।

প্রশ্ন ৮০ ঃ প্রভুর ভোজ কি ?
উত্তর ঃ প্রভুর ভোজ হলো নতুন নিয়মের একটি ধর্মানুষ্ঠান যা মসীহ কর্তৃক প্রবর্তিত যেখানে তাঁর বিধান অনুসারে রুটি এবং পানীয় বিতরণ এবং গ্রহণের মাধ্যমে স্পষ্টত ঃ তাঁর মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে (১কর.১১ঃ২৩-২৬) এবং উপযুক্ত গ্রহণকারীগণকে তাঁর রক্ত ও মাংস ভোজনকারী বানানো

হয়েছে, ইন্দিয়গত এবং শারীরিক প্রথায় নয় কিন্তু বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর সমস্ত সুবিধাসহ, করুণায় তাদের আত্মীক পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য (১কর.১০ঃ১৬)।

প্রশ্ন ৮১ ঃ উপযুক্তভাবে প্রভুর ভোজ গ্রহণের প্রতি কি আদেশ রয়েছে ?
উত্তর ঃ যারা উপযুক্তভাবে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করবে তাদের প্রতি আদেশ রয়েছে, তারা যাতে তাদের জ্ঞান দ্বারা নিজেদেরকে পরীক্ষা করত ঃ প্রভুর দেহ উপলব্ধি করে (১কর.১১ঃ২৮-২৯), তাদের বিশ্বাসের খোরাক তিনি (২কর.১৩ঃ৫), তাদের পাপের অনুশোচনা (১কর.১১ঃ৩১), ভালবাসা (১কর.১১ঃ১৮-২০) এবং নতুন বাধ্যতা (১কর.৫ঃ৮)। যদি কেহ অযোগ্যভাবে প্রভুর ভোজ পান এবং বক্ষণ করে তবে সে বিচারের দায়ে পড়বে (১কর.১১ঃ২৭-২৯)।

প্রশ্ন ৮২ ঃ তিনি না আসা পর্যন্ত এই কথার অর্থ কি যা প্রেরিত পৌল প্রভুর ভোজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন ?
উত্তর ঃ তারা স্পষ্টতঃ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে খোদাবন্দ ঈসা মসীহ আবার আসবেন যা বিশ্বাসীগণের আশা ও আনন্দ (প্রেরিত.১ঃ১১, ১থিষল.৪ঃ১৬)।

সমাপ্ত

SHALOM CHRISTIAN MEDIA

A MINISTRY OF THE SHALOM CHURCH, SINGAPORE